ভারতীয় দর্শনে সংশয়বাদ এবং তার ন্যায়দর্শনসম্মত নিরসন

দর্শনের ইতিহাসে সংশয়বাদ আবির্ভূত হয়েছিল একটি ত্রাস হিসাবে। প্রাচীন গ্রীসের পাইরো, টিমন এবং তাঁদের অন্যান্য অনুগামীদের হাত ধরে সংশয়বাদের উত্থান হয়। তারপর ধীরে ধীরে সোফিস্ট এবং অ্যাকাডেমিস (Academic) সম্প্রদায়ের দ্বারা ক্রমশ সংশয়বাদ তার ঐতিহাসিক প্রভাব বিস্তার করে। উৎপত্তির প্রথম পর্যায়ে সংশয়বাদ নৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। নৈতিক ও ধর্মীয় বিধিগুলির ভিত্তি ছিল প্রত্যাদেশ ও আস্থা। কিন্তু প্রত্যাদেশ ও আস্থা কখনও নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে না। তাই ধর্মীয় ও নৈতিক ক্ষেত্রগুলি যথাযথ নয়। কারণ তাঁরা প্রকৃতিকে নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসাবে গণ্য করে 'অতিপ্রাকৃত' (super natural) কে সংশয় করেন। ধীরে ধীরে এই সংশয়বাদ দর্শনের সমগ্র ক্ষেত্রকে গ্রাস করতে থাকে। পাশ্চাত্য সংশয়বাদের আঁতুরঘর হল প্রাচীন গ্রীক দর্শন। সংশয়বাদকে দার্শনিক তত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ঐতিহাসিকভাবে জড়িত পাইরোর নামের সঙ্গে। এলিসের এই চিন্তাবিদের সময়কাল খ্রিস্টপূর্বাব্দ ৩৬০-২৭০। পাইরোকে অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবে গ্রহণ করে অ্যানিসিডেমোস প্রতিষ্ঠা করেন পাইরোবাদী সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের দার্শনিকরা এটা প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর ছিলেন যে, চূড়ান্ত সত্য এবং চূড়ান্ত মিথ্যা বলে কিছু হয় না। এই পাইরোবাদীদের একদল ছিলেন প্রায়োগিক সংশয়বাদী, অন্যদল তাত্ত্বিক সংশয়বাদী। পাইরো, অ্যানিসিডেমাস প্রমুখ প্রথম ধরণের সংশয়বাদ সমর্থন করতেন। অন্যদিকে আর্কেনিডিস (Arkenidies) প্রমুখরা তাত্ত্বিক সংশয়বাদের সমর্থক ছিলেন। এই তাত্ত্বিক সংশয়বাদীরা মূলত স্টয়িকদের (Stoic) বিরোধিতা করতেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল এই

যে সম্পূর্ণ সত্য বা মিথ্যা বলে কিছু হয় না। অ্যানিসিডেমোস, পাইরো, টিমন, কারনেডিস প্রমুখ গ্রীক চিন্তাবিদ যেসব যুক্তির অবতারণা করেন তা একটি সুসংবদ্ধ রূপ পায় সেক্সটাসএম্প্রিরিকাসের *Outlines of pyrrhonism* গ্রন্থে। গ্রীক সংশয়বাদের এই ধরণগুলির আলোচনা ভারতীয় সংশয়কে উপলব্ধির পক্ষে খুবই প্রাসঙ্গিক। তাই ওই প্রাচীন সংশয়বাদের আলোচনা এই গবেষণায় স্থান পাবে। এরসঙ্গে যুক্ত হবে সংশয়বাদের কিছু আধুনিক রূপের আলোচনা। যেমন- কার্টেজীয় সংশয়, হিউমীয় সংশয়, রাসেলীয় সংশয়, অধ্যাপক পাটনামের 'Brain-in-a-vat' তত্ত্ব এবং তা থেকে উৎপন্ন সংশয় ইত্যাদি।

এখন যদি আমরা ঐতিহাসিক পর্যালোচনার দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে লক্ষ্য করা যায় যে, পাশ্চাত্যের ন্যায় ভারতীয় দর্শনেও সংশয়বাদের প্রভাব ছিল। ভারতীয় দর্শন হল ঠিক একটি উচ্চ অট্টালিকার ন্যায়। একটি অট্টালিকা যেমন কতকগুলি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে নির্মিত ঠিক তেমনি ভারতীয় দর্শনে অট্টালিকাটি মূলত চারটি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে নির্মিত। সেই স্তম্ভগুলি হল প্রমাণ, প্রমেয়, প্রমাতা, প্রমিতি। প্রমাণ হল প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানলাভের উপায়। প্রমেয় হল জ্ঞানের বিষয়। প্রমাতা হল জ্ঞানলাভকারী ব্যক্তি এবং প্রমিতি হল যথার্থ জ্ঞান। সুতরাং বলা যেতে পারে যে একজন প্রমাতা প্রমাণের দ্বারা কোনও বিষয় সম্বন্ধে প্রমিতি লাভ করে থাকে। এইভাবে প্রমাণের ধারণা ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে থাকে। জ্ঞান এবং জ্ঞানের বৈধতা সম্পর্কে আলোচিত বিষয়কে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে প্রমাণশাস্ত্র হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। যদিও 'প্রমাণ' শব্দটি সর্বদা একক অর্থ বহন করে না। 'প্রমাণ' শব্দটি 'প্রমা' শব্দ

থেকে নিষ্পন্ন হয়। 'প্রমা' শব্দটি আবার 'মা' শব্দ থেকে নিষ্পন্ন হয়। 'মা' শব্দের অর্থ জ্ঞান এবং 'প্রমা' শব্দের অর্থ হল যথার্থ জ্ঞান। দুটি ভিন্নভাবে 'প্রমাণ' শব্দটি উৎপন্ন হতে পারে। প্রথমত, করণবাচ্যে 'প্রমাণ' শব্দটি 'ল্যুট' প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হয়। যার অর্থ হল যথার্থ জ্ঞানের করণ (প্রমা করণম্ প্রমাণম্)। আবার যদি 'প্রমাণ' শব্দটির ক্ষেত্রে ল্যুট্ প্রত্যয়টিকে ভাববাচ্যে গ্রহণ করা হয় তাহলে 'প্রমাণ' বলতে বোঝায় যথার্থজ্ঞান বা প্রমাকে। তবে সাধারণত জ্ঞানতত্ত্বে 'প্রমাণ' শব্দটি জ্ঞানের উপায় হিসাবে গৃহীত হয়। একইভাবে 'প্রমেয়' শব্দটিকেও দুটি অর্থে গ্রহণ করা হয়। অর্থ দুটি হল- সীমিত অর্থ (restricted sense) এবং সাধারন অর্থ (general sense)। প্রথম অর্থটি গ্রহণ করলে 'প্রমেয়' বলতে বোঝায় বিষয়কে। যে বিষয়ের জ্ঞানলাভ দ্বারা মুক্তি সম্ভব হয়। ন্যায় দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি গৌতম প্রমেয়ের এই অর্থটি গ্রহণ করে বারো প্রকার প্রমেয়ের কথা বলেছেন। সেগুলি হল- আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ, অপবর্গ। যদিও প্রমেয়র আক্ষরিক অর্থটি সাধারণত ব্যবহৃত হয়। এই সাধারণ অর্থে 'প্রমেয়' বলতে বোঝায় জ্ঞানের বিষয়। এই অর্থে প্রমেয় বলতে বোঝায় পৃথিবীর সবকিছুকে, সেগুলো জ্ঞাত হোক বা অজ্ঞাত হোক।

বেদের প্রামাণ্যের স্বীকার বা অস্বীকারের নিরিখে ভারতীয় দর্শনের প্রায় সমস্ত দার্শনিক সম্প্রদায়গুলি উপরোক্ত চারটি নীতি (প্রমাণ, প্রমেয়, প্রমাতা, প্রমিতি) সম্বন্ধে সহমত। চার্বাক ছাড়া প্রায় সকল ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় মুক্তিতে বিশ্বাস করেন এবং তাঁরা মনে করেন যে, প্রমেয়ের যথার্থ জ্ঞানলাভের দ্বারা ব্যক্তির মুক্তিলাভ সম্ভব। কিন্তু যথার্থ জ্ঞানলাভের উপায় বা প্রমাণ ছাড়া কখনোই প্রমেয়ের যথার্থ জ্ঞানলাভ

মুক্তির সহায়ক হতে পারে না। এর থেকে প্রমাণিত হয় ভারতীয় দার্শনিকরা প্রমাণের উপর কতখানি আস্থাশীল।

যেহেতু প্রমাণের নিশ্চয়তা দ্বারা প্রমেয় প্রতিপাদিত হয় সেহেতু প্রমাণের প্রকৃতি বা স্বরূপ এবং প্রমাণের সংখ্যা বিষয়ে বিশ্লেষণ হয়ে দাঁড়ায় ভারতীয় দার্শনিকদের অন্যতম প্রধান কাজ। যদিও ভারতীয় দর্শনের সকল সম্প্রদায়ই প্রমাণে বিশ্বাসী, তবে প্রমাণের সংখ্যা বিষয়ে সকল সম্প্রদায় সহমত পোষণ করেন না। চার্বাক সম্প্রদায় কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ নামক একটি প্রমাণ স্বীকার করেন। সাংখ্যরা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ- এই তিনটি প্রমাণ স্বীকার করেন। আবার জৈন সম্প্রদায় জ্ঞানলাভের উপায় হিসাবে মতি, শ্রুত, অবধি, মনঃপর্যায়, কেবল – এই পাঁচটিকে স্বীকার করেন, তথাপি এই পাঁচটি উপায়কে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগমের মধ্যে পর্যবসিত করা হয়। ন্যায়দর্শনে উপরিউক্ত তিনটি প্রমাণের পাশাপাশি অতিরিক্ত উপমান নামক প্রমাণ স্বীকার করা হয়। অর্থাৎ নৈয়ায়িকরা চারটি প্রমাণ স্বীকার করেন। মীমাংসা দর্শনে প্রমাণের সংখ্যা বিষয়ে অভ্যন্তরীণ মতানৈক্য দেখা যায়। প্রাভাকর মীমাংসক প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি নামক পাঁচটি প্রমাণ স্বীকার করেন। অন্যদিকে, মীমাংসক কুমারিল ভট্ট প্রভাকরের ন্যায় পাঁচটি প্রমাণের সঙ্গে অনুপলব্ধি নামক অতিরিক্ত একটি প্রমাণ স্বীকার করেন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট হল যে, ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়গুলি নানারকম প্রমাণের অবতারণা করেছেন। যদিও প্রমাণের সংখ্যা বিষয়ে একে অন্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন না, তথাপি তাঁরা সকলেই প্রমাণ এবং প্রমেয়ের ধারণায়

বিশ্বাসী। ভারতীয় দর্শনের প্রায় সকল সম্প্রদায়ই প্রমাণ-প্রমেয় বিভাজনে বিশ্বাসী, যদিও কিছু ব্যতিক্রমী সম্প্রদায় আছে যেখানে প্রমাণ-প্রমেয়ের বিভাজন স্বীকার করা হয় না এবং এই প্রমাণ-প্রমেয়ের চিরাচরিত বিভাজনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করা হয়। ভারতীয় দর্শনে এই ব্যতিক্রমী সম্প্রদায়কে 'বৈতণ্ডিক' হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়।

এই গবেষণার বিষয়বস্তু হল ভারতীয় দর্শনের প্রেক্ষিতে সংশয়বাদ ও তার নিরশন। যদিও 'সংশয়বাদ' শব্দটি মূলত পাশ্চাত্য দর্শনের আঙ্গিকে ব্যবহৃত হয় এবং যদিও শব্দটির ব্যবহার ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যে তেমন একটা দেখা যায় না, তথাপি পাশ্চাত্যে যে অবস্থানকে বোঝাতে 'scepticism' বা 'সংশয়বাদ' কথাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে তারসঙ্গে অবস্থানগত দিক থেকে বেশকিছু ভারতীয় মতবাদের মিল রয়েছে। ভারতীয় দর্শন মূলত আস্তিক্যবাদী দর্শন। বেদ, উপনিষদে আস্থাশীল সম্প্রদায়ের সংখ্যাই এখানে বেশি। এই আস্তিক্যবাদী ধারার বিরোধিতা করেছে যেসব মতবাদ সেগুলি এ পর্যন্ত তেমন একটা মর্যাদা পায়নি। প্রায়শই যুক্তিবিযুক্ত এবং সহজে পরিহারযোগ্য এক পূর্বপক্ষ হিসাবে আস্তিক দর্শনগুলি এই মতবাদগুলি উপস্থাপন করে থাকে। কিন্তু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে এই অবস্থানগুলি যুক্তিবিযুক্ত নয়, বরং যেসব আপত্তি ও সমস্যা ওই সম্প্রদায়গুলি উত্থাপন করেছেন তাদের মূলে রয়েছে সুগভীর মননশীলতা এবং তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী বুদ্ধি। প্রচলিত ধ্যান ধারণাকে মেনে নিয়ে পথ চলতে গিয়ে আমরা যে বহু ক্ষেত্রে বুদ্ধি ও যুক্তির সঙ্গে আপোষ করি তা এই সম্প্রদায়গুলো দেখিয়ে দিয়েছে। ভারতীয় সংশয়বাদের যুক্তিবাদী ধারাটিকে তুলে ধরাই এই গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য হবে। এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মিল হল এগুলি যেমন

যুক্তিবাদী তেমনি প্রতিষ্ঠান বিরোধী; প্রতিষ্ঠিত প্রশ্নাতীত অবস্থানকে যুক্তির অস্ত্রে চ্যালেঞ্জ করার স্পর্ধা দেখানো হয়েছে এগুলিতে। এই মিল বা সাদৃশ্যকে অবলম্বন করে সংশয়বাদের ভারতীয় ধারাটি অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হবে এই গবেষণায়। তবে এ শুধু সংশয়বাদী ভারতীয় ধারার একটি ঐতিহাসিক অনুসন্ধান হবে না। প্রাচীন থেকে আধুনিক সংশয়বাদের যে নানা রূপ পাশ্চাত্য চিন্তার জগতে পরিলক্ষিত হয়েছে তারসঙ্গে সংশয়বাদের ভারতীয় আকারগুলির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের ক্ষেত্রগুলি তুলে ধরে ভারতীয় সংশয়বাদের স্বকীয়তা ও ঔৎকর্ষ্য প্রমাণের চেষ্টা করা হবে এই গবেষণায়। সেই সঙ্গে সংবাদ (dialogue) তথা দার্শনিক তত্ত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে সংশয়বাদী যুক্তির ও সাধারণভাবে সংশয়ের যে একটি সদর্থক ভূমিকা রয়েছে তাও প্রতিপাদনের চেষ্টা করা হবে।

এই আলোচনার শুরুতেই সংশয়বাদের ধারণাটি পরিস্ফূট করা হবে। অজ্ঞেয়তাবাদ (agnosticism), নির্বিচারবাদ, নৈরাশ্যবাদ (pessimism) ও নৈষ্কর্ম্যবাদ প্রভৃতি অন্যান্য অবস্থানের সঙ্গে সংশয়বাদের কিছু না কিছু তফাৎ রয়েছে। এই তফাতের দিকগুলি তুলে ধরে সংশয়বাদের একটি যৌক্তিক ভূগোল নিরূপণের চেষ্টা করা হবে। সংশয়বাদের পরিচয় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার যেসব আকার পাশ্চাত্য ঐতিহ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে সেই আকারগুলি তুলে ধরা দরকার। ব্যাবহারিক ও তাত্ত্বিক, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, আংশিক ও সার্বিক, প্রারম্ভিক ও সিদ্ধান্তগত প্রভৃতি সংশয়বাদের যেমন নানা ধরণ হতে পারে, তেমনি নানানক্ষেত্রে এই সংশয়বাদের প্রয়োগ হতে পারে। 'সংশয়বাদ' বলতে সাধারণভাবে সেই মতবাদকে বোঝায় যা সত্যতার দাবিকে

অস্বীকার করে। এই অস্বীকৃতি কমবেশি দর্শনের প্রতিটি শাখাতেই রয়েছে। আর এর পরিণতিস্বরূপ সংশয়বাদের নানা ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়েছে, যেমন- আধিবিদ্যক, নীতিবিদ্যক, ধর্মীয়, জ্ঞানতাত্ত্বিক ইত্যাদি। তবে এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল জ্ঞানতাত্ত্বিক সংশয়বাদ। এই জ্ঞানতাত্ত্বিক সংশয়বাদের চরম রূপটি হল দার্শনিক সংশয়বাদ (philosophical scepticism)। এটি এমন এক অবস্থান যা সরাসরি সব জ্ঞানকে মিথ্যা বলে না, পরিবর্তে আমরা যেসকল বিশ্বাসকে সত্য ও সংশয়াতীত জ্ঞান বলে দাবি করি, সেরকম জ্ঞান আদৌ সম্ভব কিনা সে ব্যাপারে প্রশ্ন তোলে।

এই গবেষণার মুখ্য উপজীব্য হল ভারতীয় সংশয়বাদ। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে 'সংশয়বাদ' বলে কোনও মতবাদ যে প্রচলিত নেই তা আমরা শুরুতেই উল্লেখ করেছি। এমতাবস্থায় ভারতীয় দর্শনে সংশয়বাদ নিয়ে আলোচনার সম্ভবনা কতখানি সে ব্যাপারে প্রশ্ন উঠতে পারে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় পাশ্চাত্যে যেসব প্রত্যয় বা অবস্থানকে বুঝতে ও বোঝাতে গিয়ে প্রায়শই এমন কিছু ভারতীয় প্রত্যয় বা অবস্থানের সঙ্গে তুলনা করা হয় সেগুলোর মধ্যে পূর্ণ সঙ্গতি থাকে না। এ ব্যাপারে 'philosophy' পরিবর্তে 'দর্শন', 'knowledge' এর পরিবর্তে 'জ্ঞান' কিংবা 'religion' এর পরিবর্তে 'ধর্ম' শব্দগুলোর ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। অর্থগত পূর্ণ সাম্য না থাকা সত্ত্বেও শব্দগুলো এখন ব্যবহারসিদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংশয়বাদের সঙ্গে ভারতীয় দর্শনে প্রচলিত বৈতণ্ডিক দৃষ্টিভঙ্গি, সর্বশূন্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মিল হয়ত ওরকমই। বিষয়টি আলোচনা সাপেক্ষ। তবে ভারতীয় ঐতিহ্যে এমন বহু মতবাদ রয়েছে যেগুলোকে বুঝতে বা বোঝাতে গিয়ে 'scepticism' বা 'সংশয়বাদ' এই প্রচলিত অভিধাটি ব্যবহার

করা সুবিধাজনক। আর সে কথা স্মরণে রেখেই বর্তমান প্রসঙ্গে ‘সংশয়বাদ’ শব্দটিকে সচেতনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে একগুচ্ছ ভারতীয় মতবাদকে সূচিত করার লক্ষ্যে, যেগুলো কোনও না কোনওভাবে সংশয়বাদের পাশ্চাত্য রূপের সদৃশ।

এই ভারতীয় সংশয়বাদ ভারতীয় দর্শনের মতই প্রাচীন। স্বমত স্থাপনের অন্যতম পূর্বাঙ্গ হিসাবে পরমত খণ্ডনের পরম্পরা ভারতীয় দর্শনে রয়েছে। এই পরমত হিসাবে যেসকল মত ভারতীয় দর্শন সাহিত্যে উপস্থাপিত হয়েছে সেগুলি কিছু ক্ষেত্রে বাস্তব আবার কিছু ক্ষেত্রে কাল্পনিক। বহুক্ষেত্রে পূর্বপক্ষীর নামোল্লেখ না করে সিদ্ধান্তী নিজের বক্তব্য পেশ করেছেন, আবার অনেক ক্ষেত্রে পূর্বপক্ষী হিসাবে কোনও দার্শনিক বা কোনও সম্প্রদায়ের নাম কণ্ঠত উল্লেখ করেছেন। এরকম পূর্বপক্ষী হিসাবে যাঁদের নাম বিশেষভাবে উচ্চারিত হয়েছে তাঁরা হলেন বৈতণ্ডিক ও সর্বশূন্যবাদী। বৈতণ্ডিক বলতে সেই দার্শনিক সম্প্রদায়কে বোঝায় বিতণ্ডাই যাদের আলোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য। ভারতীয় সংশয়বাদীদের বক্তব্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ‘বিতণ্ডা’ বলতে ঠিক কী বোঝায় এবং কারাই বা সঠিক অর্থে বৈতণ্ডিক তার আলোচনা হওয়া দরকার। এই আলোচনা আলোচ্য গবেষণার একটি অন্যতম অংশ হবে। *ন্যায়সূত্র ভাষ্য* থেকে শুরু করে নানা সম্প্রদায়ের গ্রন্থে অন্যতম পূর্বপক্ষ হিসাবে সর্বশূন্যবাদীদের কথা বলা হয়েছে। এই সর্বশূন্যবাদী ঠিক কারা- সর্ববৈনাশিকতাবাদ, সর্বউচ্ছেদবাদ ও সর্বশূন্যবাদের সীমারেখা ঠিক কোথায় তা স্পষ্ট করা দরকার।

পাশ্চাত্য দর্শনে বিশেষত গ্রীক দর্শনে যেমন সংশয়বাদের একটি দীর্ঘ ধারা রয়েছে তেমনি ভারতীয় দর্শনে বিশেষত বৌদ্ধ দর্শনে একটি সংশয়বাদী ধারা রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বুদ্ধের সমসাময়িক কিছু শ্রমণের কথা বলা যেতে পারে যারা সংশয়বাদের সমর্থক ছিলেন। এরকম একজন শ্রমণ হলেন সঞ্জয়। বুদ্ধ ও মহাবীরের সমসাময়িক নাস্তিক শ্রমণদের মধ্যে তিনি একজন। অধ্যাপক H.ui সঞ্জয়ের দর্শনকে বর্ণনা করেছেন এক সংশয়বাদী দর্শন হিসাবে। যথার্থ জ্ঞানের যে সমালোচনা আধুনিক সংশয়বাদীরা করে থাকেন তার প্রাথমিক রূপটি তিনি লক্ষ্য করেছেন সঞ্জয়ের দর্শনে। বৌদ্ধ সংশয়বাদ তার স্পষ্ট রূপ লাভ করে নাগার্জুনের রচনায়। ন্যায়দর্শন স্বীকৃত ষোড়শ পদার্থের খণ্ডন দিয়ে নাগার্জুন তাঁর সংশয়বাদের সূচনা করেন *মূলমধ্যমককারিকায়*। এই আধিবিদ্যক সংশয়বাদ জ্ঞানতাত্ত্বিক সংশয়বাদে রূপান্তরিত হয় *বিগ্রহব্যবর্তনী* ও *বৈদল্যপ্রকরণে*। এই দুই গ্রন্থে নৈয়ায়িকের প্রমাণ-প্রমেয় দ্বৈততা (dichotomy) বর্জনে তৎপর হন নাগার্জুন। চন্দ্রকীর্তি তাঁর *প্রসন্নপদাতে* নাগার্জুনের এই ধারা বজায় রাখেন। এই বৌদ্ধ সংশয়বাদের একটি রূপরেখা আলোচ্য গবেষণায় উপস্থাপিত হবে।

ভারতীয় সংশয়বাদ তার প্রকৃত দার্শনিক রূপটি লাভ করে জয়রাশি ভট্টের রচনায়। জয়রাশির *তত্ত্বোপপ্লবসিংহ* দার্শনিক সংশয়বাদের একটি বিশ্বস্ত দলিল। এই গ্রন্থে জয়রাশি সকল তত্ত্বের উপপ্লব বা খণ্ডন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন পৃথিবী ইত্যাদি যেসকল তত্ত্ব অপরাপর দর্শনে স্বীকৃত ওইরূপ কোনও তত্ত্ব বাস্তবে নেই। কারণ ওই তত্ত্বের সপক্ষে কোনও প্রমাণ নেই। যেহেতু প্রমাণের কোনও লক্ষণ নেই। আর লক্ষণের অভাবে প্রমাণের সিদ্ধি যেমন অসম্ভব হয়, তেমনি প্রমাণ ব্যতিরেকে প্রমেয় সিদ্ধি হয় সুদূর পরাহত। ফলে প্রমাণ প্রমেয় দুইয়েরই উচ্ছেদ হয়। জয়রাশির এই সংশয়বাদের একটি বিচারমূলক বিশ্লেষণ হবে আলোচ্য গবেষণার অন্যতম উল্লেখযোগ্য

একটি দিক। নাগার্জুন বা জয়রাশির মতো নাস্তিক ছাড়াও বহু আস্তিক্যবাদী দার্শনিক রয়েছেন যারা পরপক্ষ প্রতিষেধ প্রসঙ্গে কোনও না কোনও রূপে সংশয়বাদী যুক্তির অবতারণা করেছেন। ওইসব সংশয়বাদী যুক্তির একটি রূপরেখা তুলে ধরার কাজটি বিশেষভাবে গুরুত্ব পাবে এই গবেষণায়।

মনে রাখতে হবে যে, ‘সংশয়বাদ’ যুক্তিগতভাবে যতখানি জোরাল হোক অবস্থানগতভাবে কখনই একটি স্বস্তিদায়ক মতবাদ নয়। এ যেমন জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সার্বিক অনিশ্চয়তাবাদের সৃষ্টি করে তেমনি দৈনন্দিন কাজকর্মের ক্ষেত্রেও একটি অস্থিরতার জন্ম দেয়। নিশ্চিত সত্য বলে যদি কিছু না থাকে তাহলে সেই সত্যানুসন্ধানের যে চেষ্টা জ্ঞান বিজ্ঞান করে তা ব্যর্থ হয়ে যায়। একইভাবে কর্ম অনুযায়ী ফললাভ যেখানে অনিশ্চিত সেখানে প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্ম দিশাহীন হয়ে পড়ে। এই নৈরাশ্যবাদ ও নৈষ্কর্ম্যবাদকে প্রতিহত করতে হলে সংশয়বাদের অগ্রগতি রোধ করা দরকার। এই প্রচেষ্টা আলোচ্য গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হয়ে দাঁড়াবে। সংশয়বাদী আপত্তি খণ্ডনের চেষ্টা শুরু থেকেই করে এসেছেন প্রমাণবাদী ভারতীয় দার্শনিকরা। বিশেষত *ন্যায়সূত্রে* এবং বাৎস্যায়নকৃত *ন্যায়সূত্রভাষ্যে*। সংশয়বাদী পূর্বপক্ষী সর্বশূন্যবাদীদের নিস্প্রমাণবাদ খণ্ডন করে প্রমাণ-প্রমেয় দ্বৈততা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জোরালো চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। ওই চেষ্টা অব্যাহত বাচস্পতি, উদ্দ্যোতকর প্রমুখ টীকাকারদের মধ্যে। ষোড়শ পদার্থের অন্তর্গত সংশয়াদি চতুর্দশ পদার্থের আলোচনার উপর ততখানি গুরুত্ব না দিলেও প্রমাণতত্ত্বের উপর সমস্ত আলোচনাকে কেন্দ্রীভূত করেছেন নব্য নৈয়ায়িকরা। আর এর দ্বারা তাঁরা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে অপ্রমাণবাদ

কখনই গ্রাহ্য নয়। তাই প্রমাণের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠায় বিচ্ছিন্নভাবে নানা যুক্তির অবতারণা করেছেন তাঁরা। প্রাচীন থেকে নব্য নানা নৈয়ায়িকদের রচনায় যেসকল সংশয়বাদ বিরোধী যুক্তি পরিলক্ষিত হয় সেগুলিকে একত্রিত ও বিকশিত করে সংশয়বাদী আপত্তির নিরাকরণ হবে এই গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য।

গবেষণাপত্রের অধ্যায়গুলির নামকরণ

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা

দ্বিতীয় অধ্যায়: সংশয়বাদের সীমারেখা নিরূপণ

২.১. সংশয়বাদ এবং তার বিভিন্ন অর্থ

২.২. সংশয়বাদের নানা রূপ

২.৩. সংশয়বাদের পাশ্চাত্য ধারা

তৃতীয় অধ্যায়: ভারতীয় সংশয়বাদ ও বৈতণ্ডিক প্রসঙ্গ

৩.১. বৈতণ্ডিক প্রস্থানের রূপ নির্ণয়

৩.২. বিশিষ্ট বৈতণ্ডিক হিসাবে সঞ্জয়, নাগার্জুন ও শ্রীহর্ষ

৩.৩. বৈতণ্ডিক জয়রাশি ভট্ট ও তাঁর সার্বিক সংশয়

৩.৩.১. নৈয়ায়িক সম্মত প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিরুদ্ধে যুক্তি

চতুর্থ অধ্যায়: নাগার্জুন কর্তৃক প্রমাণ ও প্রমেয়ের ধারণা খণ্ডন

৪.১. *বৈদল্যপ্রকরণ* ও নাগার্জুনের জ্ঞানতাত্ত্বিক সংশয়

পঞ্চম অধ্যায়: প্রমাণবাদীর আপত্তি খণ্ডনে নাগার্জুন

ষষ্ঠ অধ্যায়: ন্যায় কর্তৃক বৈতণ্ডিক মত নিরসন ও প্রমাণ-প্রমেয়ের প্রতিষ্ঠা

সপ্তম অধায়: সিদ্ধান্ত

গ্রন্থপঞ্জি

- Annas, J. (1996), 'Scepticism, Old and New' in M. Frede and G. Striker, eds., *Rationality in Greek Thought*, (Oxford: Clarendon).
- Annas, J. (1990), 'Stoic Epistemology', in S. Everson, ed., *Epistemology*, (Cambridge: Cambridge University Press).
- Annas, J. and Barnes, J. (1985), *The Modes of Scepticism*, (Cambridge: Cambridge University Press).
- Bett, R. (2000), *pyrrho, his antecedents, and his legacy*, (Oxford: Oxford University Prees).
- Brennan, T. (1999), *Ethics and Epistemology in Sextus Empiricus*, (New York: Garland).
- Burnyeat, M., Ed. (1983), *The Skeptical Tradition,* (Berkeley: University of California Press).
- Bury, R.G., Trans. (1990), Outline *of Pyrrhonism, Sextus Empiricus,* (Newyork: Prometheus Books).
- Murti, T.R.V. (1955). *The Central Philosophy of Buddhism*. Kolkāta: Vikasˊ Publishing House Pvt. Ltd.
- Derose, K. and warfield, Ted A., Eds. (1999), *Skepticism: A Contemporary Reader,* (Newyork, Oxford: Oxford University Press).
- Fogelin, R. (1994), *Pyrrhonian Reflections on Knowledge and Justification,* (Oxford: Oxford University Press).
- Rescher, N. (1980), *Scepticism: A Critical Reappraisal,* (Oxford: Basil Blackwell Publisher).
- Stroud, B. (1984), *The Significance of Philosophical Scepticism,* (Oxford: Clarendon Press).
- Mates, E. (1981), *Skeptical Essays,* (Chicago and London: The University of Chicago Press).
- Sāhā, Sr., Ed. (1997), *Essays in Indian Philosophy*, (Department of Philosophy, Jadavpur Unversity: Allied Publishers).
- Bhattāchārya, B., (1987), *Absolute Skepticism Eastern and Western*, (Prajana Publication).

- Tiwari, H., Eds. (2004), *Logical and Ethical Issues,* Motilāl, B.K. (New Delhi: Chronicle Books).
- Tola, F. and Dragonetti, C., (1995), *Vaidalyaprakaraṇa,* (Delhi: Motilāl Banārsidāss Publishers Pvt. Ltd.).
- Kalupahana, David J., (1991), *Mulamadhyamakārikā of Nāgārjuna*, (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.).
- Singh, J. (1968), *Madhyamaka Philosophy*, (Varānasi: Motilāl Banārsidāss Publishers Pvt. Ltd.).
- Jhā, M.G., (1984,1999), *The Nyāya-Sutras of Gautama*, (Valume: i & ii), (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.).
- Sanghavi, P.S and Parikh, Rasiklal C. eds, (1987) *Tattvopaplavasiṁha of Shri Jayarāśhi Bhatta.* Varanasi: Bauddha Bharati.
- তর্কবাগীশ, পণ্ডিত ফণিভূষণ, *ন্যায়দর্শন ও বাৎস্যায়ন ভাষ্য,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তকপর্ষৎ, জুন, (১৯৮৩)।
- সরকার, প্রয়াস, (২০০৯), *জ্ঞান, সংশয়বাদ ও যুক্তিসিদ্ধি প্রসঙ্গে,* (প্যাপিরাস)
- শাস্ত্রী, দক্ষিণারঞ্জন, *চার্বাক দর্শন* (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ)
- Motilāl B.K, *Perception,* Clarendon Press, Oxford, 1986.
- Tārānātha Nyāya-Tarkatīrtha and Amarendramohan Tarkatīrtha. Eds, (1985). *Nyāyadarśanam.* Calcutta: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd.
- Guptā, Ritā. (2006). *The Buddhist Concepts of Pramāṇa and Pratyaksa.* Calcutta: Sundeep Prakashn.
- Śrīharṣa, *Khandanakhandakhādyan.* Ed. Mahamahopadhyay Shri Shrīmohan Bhattāchārya Tarkavedāntatīrtha. Kolkata: Ramkrishna Mission Institution of Culture.
- Sen, Debabrata. (1984). *The Concept of Knowledge*. Calcutta: KP Bagchi and Company.
- Prasad, Jwala. (1956). *History of Indian Epistemology*. Delhi: Munshi Ram Manohar Lal.
- Bhattāchārya, Kamaleśwar. (1978), *The Dialectical Method of Nāgārjuna (Vigrahavyāvartanī).* Delhi: Motilal Banarsidass.

- Bharadvāja, Uddyotakara. *Nyāyabhāṣyavārttika.* ed. Anantalāl Thākur. (1997). New Delhi: Indian Council of Philosophical Research.